প্রথম আলো

তারিখ ... 18 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

বিদ্যালয়ের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা

মাগুরায় সংঘর্ষ ভাঙচুর লুট আহত ১৫, পুলিশের গুলি

মাগুরা প্রতিনিধি ●

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে জয়-পরাজয় নিয়ে গতকাল সোমবার দুপুরে মাগুরা সদর উপজেলার মঘি ইউনিয়নের রাজিবেরপাড়া গ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় একটি ধানের চাতাল ও দুটি বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাগুরা সদর উপজেলার দক্ষিণ নওয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হয় গত রোববার। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত দুটি প্যানেল অংশ নেয়।

প্যানেল দুটির পেছনে থেকে নেতৃত্ব দেন মঘি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ মোল্লা এবং ইউপি সদস্য বিএনপি সমর্থক হাবিবুর রহমান। ওই নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের সবাই নির্বাচিত হন। নির্বাচনের ওই জয়-পরাজয় নিয়ে দুই পক্ষের উত্তেজনা চলছিল। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

সংঘর্ষে বিএনপির সমর্থকদের পক্ষে আওয়ামী লীগের একটি অংশও যোগ দেয়।

এ সময় হামলাকারীরা বিএনপি সমর্থক ইনাজ মণ্ডল ও আবুল কালামের বাড়ি এবং আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ মোল্লার ধানের চাতাল ভাঙচুর-লুটপাট করে। সংঘর্ষে আহত হন ১৫ জন। এর মধ্যে ১৩ জন মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাঁচটি ফাঁকা গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে।

আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ মোল্লা অভিযোগ করেন, ভাঙচুরের পর হামলাকারীরা তাঁর চাতালের কমপক্ষে ১০০ বস্তা ধান লুট করেছে।

মাগুরা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, স্কুলে যাওয়ার পথে আমজাদ হোসেনের লোকজন মারধর করে। এ সময় আওয়ামী লীগের লোকজন রাজীবেরপাড়া বাজারে বিএনপির লোকজনকে ধাওয়া করে। পরে সংঘর্ষ শুরু হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ হাসেম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এখনো মামলা হয়নি।